আখেরাত সিরিজ-১১

আখেরাত পর্ব–৮

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ টি ২য়টি 'আখেরাত' আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল হাদীদ ৫৭:২০**

১. আর আখেরাতে রয়েছে কঠোর আযাব, মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

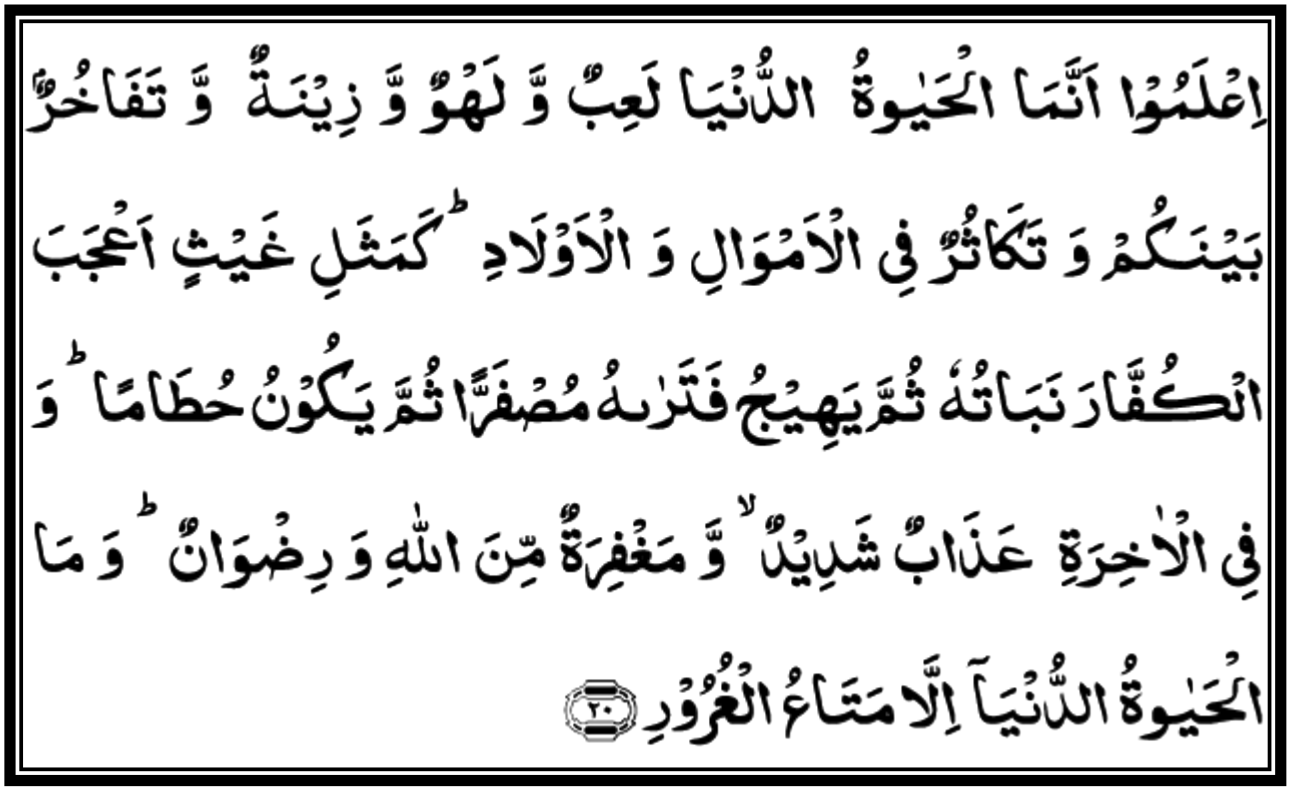
اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ
بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ
فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۲۰﴾

তোমরা জানিয়া রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যাতিত আর কিছু নয়। উহারা উপমা বৃষ্টি, যদ্দারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খর-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়। (সূরা আল হাদীদ ৫৭:২০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা মুজাদালা ৫৮:২২**

২. যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তুমি তাদের কাউকেও এমন পাবে না, যে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধীতাকারীর সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখে, বিরোধীরা তাদের বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন হলেও।

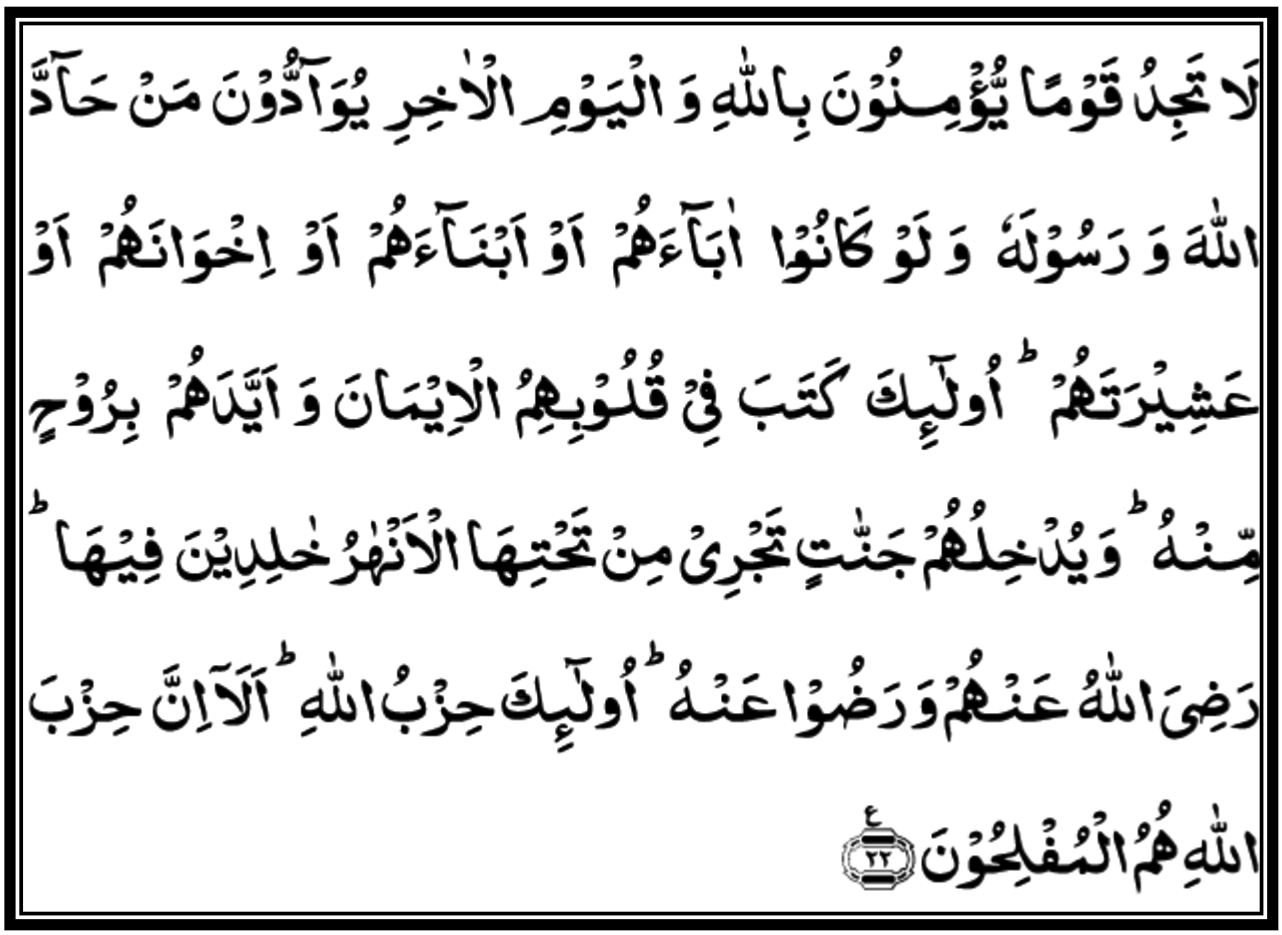
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ
اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ
عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ
مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ
اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

তুমি পাইবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যাহারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে-হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিত, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদেরকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা। তিনি ইহাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে ইহারা স্থায়ী হইবে; আল্লাহ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহারাও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহর দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হইবে। (সূরা মুজাদালা ৫৮:২২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল হাশর ৫৯:৩**

৩. আল্লাহ তাদের (ইহুদীর) নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না দিলেও পৃথিবীতে তাদের অন্য কোনো শাস্তি দিতেন। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের আযাব।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي
الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝٣

আল্লাহ উহাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিলে উহাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাস্তি দিতেন; পরকালে উহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি। (সূরা আল হাশর ৫৯:৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা মুমতাহিনাহ ৬০:৬**

৪. তোমরা যারা আল্লাহর (সন্তুষ্টি) এবং পরকালের (সাফল্য) প্রত্যাশা করা, নিশ্চয়ই তাদের (ইব্রাহিম ও তার সাথীদের) মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ
الْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٦

তোমরা যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা করে নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ তাহাদের মধ্যে। কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে সে জানিয়ে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। **(সূরা মুমতাহিনাহ ৬০:৬)**

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মুমতাহিনাহ ৬০:১৩

৫. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ যে কওমটির প্রতি ক্ষুব্ধ, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা তো আখেরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ
يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, যেমন হতাশ হইয়াছে কাফিররা কবরস্থদের বিষয়ে। (সূরা মুমতাহিনাহ ৬০:১৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত তালাক ৬৫:১,২

৬. (তালাকের বিধান দেয়ার পর আল্লাহ বলছেন) এর মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তোমাদের যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে।

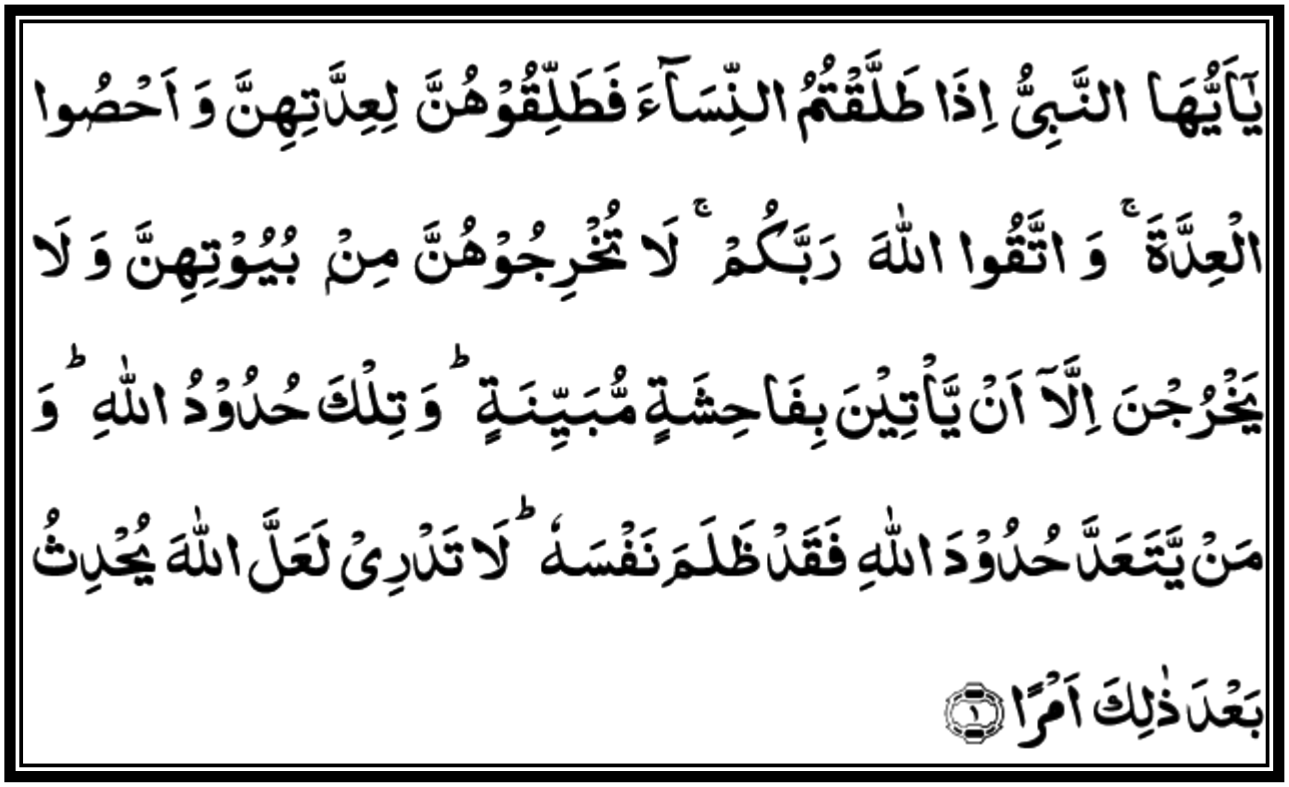
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟
ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَ
مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা করো, উহাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করিও। তোমরা উহাদেরকে উহাদের বাসগৃহ হইতে বহিস্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না উহারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ ইহার পর কোন উপায় করিয়া দিবেন। (সূরা আত তালাক ৬৫:১)

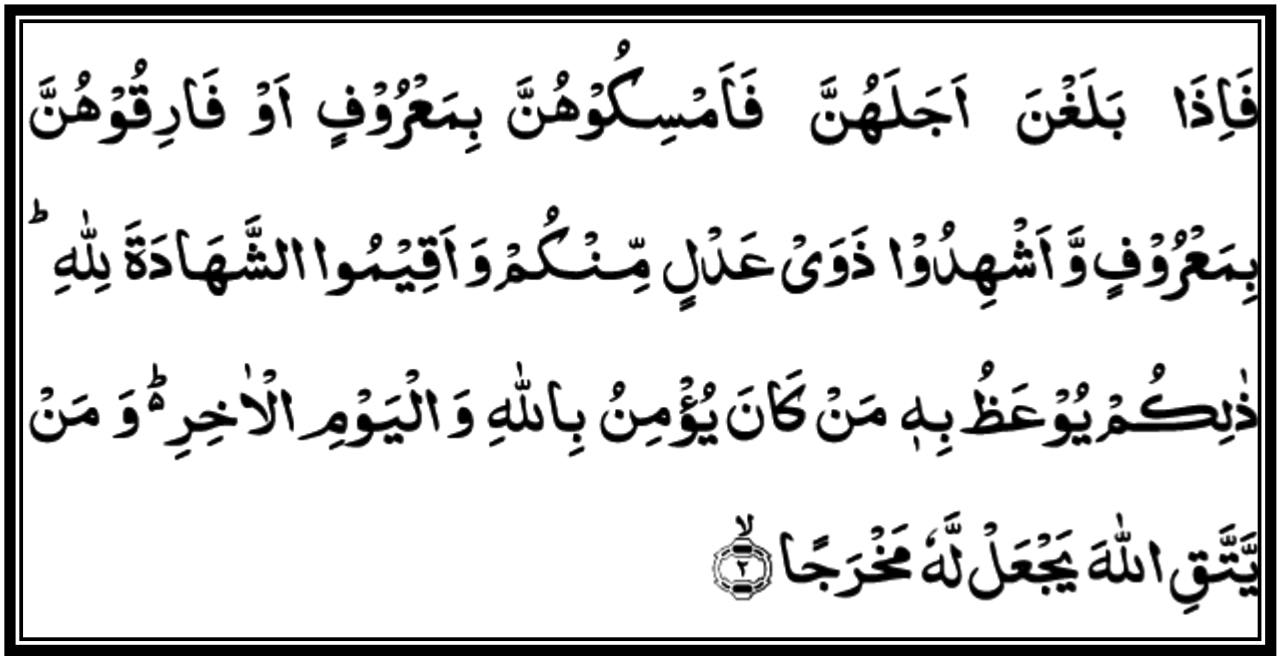
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝٢

উহাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা হয় যথাবিধি উহাদেরকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষি রাখিবে; আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। যে কেহ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাহার পথ খোলাসা করিয়া দিবেন। (সূরা আত তালাক ৬৫:২)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল কলম ৬৮:৩৩</u>

৭. (দুনিয়ার এক ফলের বাগান আল্লাহ ধ্বংস করার পর বলছেন) আযাব (দুনিয়ার) এরকমই হয়ে থাকে. আর আখেরাতের আযাব অবশ্যই এর চাইতে অনেক জঘন্যতর।

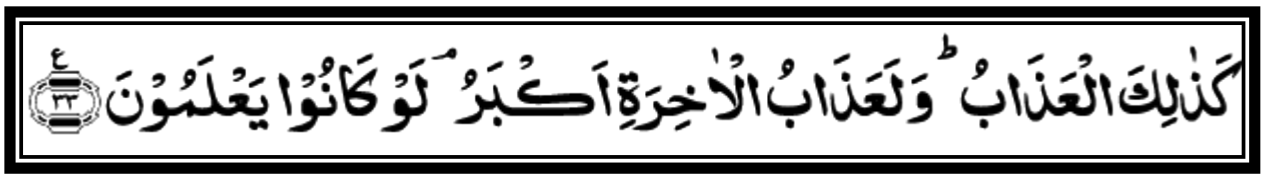
كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝٣٣

শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি উহারা জানিত। (সূরা আল কলম ৬৮:৩৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা মুদাসসির ৭৪:৫৩</u>

৮. কখনো নয়, বরং তারা আখেরাতকেই ভয় পায় না।

كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝٥٣

না, ইহা হইবার নয়; বরং উহারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না। (সূরা মুদাসসির ৭৪:৫৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল কিয়ামা ৭৫:২১

৯. এবং তোমরা উপেক্ষা করছো আখেরাতকে।

এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:২১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আলা ৮৭:১৭

১০. এমন আখেরাতই উত্তম ও স্থায়ী।

অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী। (সূরা আল আলা ৮৭:১৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল লাইল ৯২:১৩

১১. আর আমরাই তো মালিক আখেরাতই ইহকালের।

আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (সূরা আল লাইল ৯২:১৩)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ পরম মেহেরবান ও দয়ালু আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন যাতে আমরা আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জীবন যাপন করতে পারি।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/